

খতিয়ান নিয়ে জালিয়াতি হলে করণীয়

ভূমি জরিপের ক্ষেত্রে ৩০ ও ৩১ ধারার প্রয়োগ

ভূমি জরিপের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ধাপ পার হতে হয়। যেমন ট্রান্সার সার্ভে, কিয়োচের, খনাপুঁঠি, বুকারড, খনাপুঁঠি কাম বুকারড, তদন্তিক বা এন্ট্রিস্টেশন, খসড়া রেকর্ড প্রকাশনা। খসড়া প্রকাশনার সময় রেকর্ডে কোন প্রকার ভুলত্রুটি থাকতে পারে। খসড়া পর্যালোচনা হতে সংশ্লিষ্টে তিনি করা হয়। এ পর্যায়ে কারও কোনো অভিযোগ থাকলে তা উত্থাপনের সুযোগ থাকে। কোনো ভূমির জরিপ চলাকালে কারও কোন অভিযোগ থাকলে প্রতিকার চাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

প্রজাতন্ত্র বিধিমালা ৩০ ও ৩১ বিধিতে আপত্তি ও আপিলের সুযোগ রয়েছে। কোনো ভূমি জরিপের প্রকাশিত খসড়া খতিয়ান সম্পর্কে কারও কোনো আপত্তি বা দাবি থাকলে সরকার নির্ধারিত ১০ টাকার কোর্ট ফি দিয়ে আপত্তি দাখিল করা যাবে। এটিই ৩০ বিধির আপত্তি। এই ক্ষেত্রে সরকারী সেবা প্রদানে নিয়োজিত কর্মকর্তা হলেন সার্ভেই আপত্তি অফিসার বা সহকারী স্টেশনমেন্ট অফিসার বা উপজেলা স্টেশনমেন্ট অফিসার। সেওয়ানি কার্যবিধি অনুসরণে এটি একটি বিচারিক কার্যক্রম। পঞ্চদশ নিজে অথবা প্রয়োজনে মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজ নিজ দাবি আপত্তি অফিসারের কাছে উত্থাপন করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে দাবিলব্ধ আপত্তি কোম্পানী নিষ্পত্তির জন্য স্টেশনমেন্ট অফিসারের অথবা সহকারী স্টেশনমেন্ট অফিসারের কাছে পঠানেন। এবং দাবিদারের অফিসার নোটিশের মাধ্যমে বাদী-বিবাদী পক্ষকে হাজির করে পক্ষ বিপক্ষের বক্তব্য চন্দন ও বিশ্লেষণপূর্বক রায় প্রদান করবেন এবং অবশ্যই রায় মোতাবেক রেকর্ড সংশোধন করবেন।

আপত্তি ভেঙে রায় হারা কোন পক্ষ সংকুচিত হলে তিনি রায় প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে ও নির্ধারিত ফি প্রদান করে সিনিয়র সহকারী স্টেশনমেন্ট অফিসারের কাছে ৩১ বিধিতে আপিল দাখিল করতে পারেন। আপিল অফিসার সার্ভেই পঞ্চদশকে নোটিশ প্রদান করে এবং ব্যক্তিগতভাবে কর্মকর্তার প্রতিনিধির মাধ্যমে চন্দনীর সুযোগ প্রদান করে আপিল নিষ্পত্তি করবেন। আপিল রায় মোতাবেক প্রয়োজনে খতিয়ান সংশোধন করা হবে।

জরিপ চূড়ান্ত হলে কোনো ভুলত্রুটি থাকলে করণীয়

ভূমি মহালয়ের পর ০২/০৯/২০১৪ তারিখের ০১.০০.০০০০.০৪২.৬৭.০০১.১১.৫৮৫ নং আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে মোতাবেক সহকারী কমিশনার (ভূমি) The State Acquisition and Tenancy Act, ১৯৫০ এর ১৪০ ধারামতে এবং প্রজাতন্ত্র বিধিমালা, ১৯৫৫ এর বিধি ২০(৩) অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত রেকর্ডের করণিক ভুল (Clerical Mistakes) নিজেই সংশোধন করতে পারেন। নিশ্চিত ভুলের ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর আবেদন করে ভুল সংশোধন করা যেতে পারে।

যেমন :

- নামের ভুল
- অংশ বসানোর হিসেবে ভুল
- দাগসূচীতে ভুল
- ম্যাপের সাথে রেকর্ডের ভুল ইত্যাদি

একইভাবে (Fraudulent Entry) বা জালিয়াতির মাধ্যমে সৃষ্ট চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত রেকর্ড সংশোধনের জন্য প্রায় আবেদন অথবা প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রজাতন্ত্র বিধিমালা, ১৯৫৫ এর বিধি ২০(৪) অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা রেকর্ড সংশোধনের জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি হলে খতিয়ানের চূড়ান্ত প্রকাশনার যদি কোন ভুলত্রুটি থাকে তাহলে সেওয়ানি আদালতের ল্যাক সার্ভে ট্রাইব্যুনালে আদালত করে প্রতিকার চাইতে হবে।